সংবাদ

তারিখ 21 DEC 2017
পৃষ্ঠা 2 কলাম 6

প্রাথমিকে প্রশ্ন ফাঁসে সরকারের দায় নেই

—— সংসদীয় কমিটি

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

সম্প্রতি দেশের বিভিন্ন স্থানে ১ম থেকে ৪র্থ শ্রেণীর বার্ষিক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনায় সরকারের কোন দায় নেই বলে মনে করে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি। গতকাল দুপুরে জাতীয় সংসদ ভবনে কমিটির বৈঠক শেষে মিডিয়া সেন্টারে আয়োজিত সংবাদ ব্রিফিংয়ে কমিটির সভাপতি মোতাহার হোসেন এই মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, প্রশ্ন সরকার করে না। উপজেলা পর্যায়ে স্কুলওয়ারী প্রশ্ন হয়, তাই দায় সরকারের না। প্রশ্ন কিভাবে ফাঁস হয়; সেটা আমরা জানি না। তবে এ বিষয়ে কার্যকর ব্যবস্থা নিতে বৈঠকে সুপারিশ করা হয়েছে বলে জানান তিনি।

সংবাদ ব্রিফিংয়ে কমিটির সদস্য আখম জাহাঙ্গীর হোসাইন বলেন, প্রাথমিকের ১ম থেকে ৪র্থ শ্রেণীর প্রশ্ন করে স্থানীয় শিক্ষক সমিতি। এখানে সরকার বা মন্ত্রণালয়ের হাত নেই। তারপরও পরীক্ষা বন্ধ করায় তাদের ধন্যবাদ জানাই। কমিটির অপর সদস্য উম্মে রাজিয়া কাজল বলেন, বিভিন্ন পরীক্ষায় প্রশ্ন ফাঁস হচ্ছে। উপরের লেভেলেও প্রশ্ন ফাঁস হয়েছে। এর প্রভাব নিচেও পড়ছে।

এর আগে সংসদ ভবনে কমিটির ৪১তম বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। কমিটির সভাপতি মো. মোতাহার হোসেন এমপির সভাপতিত্বে কমিটির সদস্য এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী মোস্তাফিজুর রহমান, আখম জাহাঙ্গীর হোসাইন, সামশুল হক চৌধুরী, মো. নজরুল ইসলাম বাবু, আলী আজম, মোহাম্মদ ইলিয়াছ এবং বেগম উম্মে রাজিয়া কাজল বৈঠকে অংশগ্রহণ করেন। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিবসহ মন্ত্রণালয় ও সংসদ সচিবালয়ের সংশ্লিষ্ট

প্রশ্ন : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ৬

প্রশ্ন ফাঁসে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

কর্মকর্তারা বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।

কমিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগের জন্য স্বতন্ত্র কর্মকমিশন (বিপিএসসি) গঠনের কার্যক্রম বেগবান করার সুপারিশ করে। আসন্ন জানুয়ারির বই বিতরণ উৎসব সপ্তাহ যথাযথভাবে উদযাপন, পিএসসি ও জেএসসি পরীক্ষা অব্যাহত রাখার বিষয়ে ইতিবাচক প্রচারণার সুপারিশ করা হয় বৈঠকে। এছাড়া দেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বিতরণকৃত ল্যাপটপগুলোর বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে মহাপরিচালক, শিক্ষা অধিদফতরের আইটি এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আইটি বিভাগ কর্তৃক প্রতিবেদন আগামী কমিটির বৈঠকে উপস্থাপনের সুপারিশ করা হয়। উল্লেখ্য, গত ১২ ডিসেম্বর প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগ ওঠায় মুন্সীগঞ্জ সদরের ১১৩টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বার্ষিক পরীক্ষা হয়নি। এরপর ১৬ ডিসেম্বর বরগুনার বেতাগী উপজেলায় দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রশ্ন ফাঁসের খবর আসে গণমাধ্যমে। এ ঘটনায় উপজেলার ১৪০টি স্কুলে সব শ্রেণীর পরদিনের গণিত পরীক্ষা বাতিল করা হয়। ১৮ ডিসেম্বর নাটোরের সদর উপজেলায় ১ম ও ৪র্থ শ্রেণীর গণিত পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁসের অভিযোগ আসার পর ওইদিনের পরীক্ষা বাতিল করা হয়। এদিকে নানা উদ্যোগের পরও প্রশ্ন ফাঁস বন্ধ করতে না পেরে চাপে আছেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ। এ বিষয়ে সম্প্রতি তিনি বলেন, কিছু শিক্ষকের কারণেই প্রশ্ন ফাঁস হচ্ছে।